|  |
| --- |
| **প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** জাতীয় বাজেট একটি দেশের প্রস্তাবিত বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের দলিল। বাজেটে অর্থের বন্টন, করারোপ বা রাজস্বনীতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনযাত্রা যেমন বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত করে, তেমনি নারী ও পুরুষের উপর ও এর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে নারীর অবদান উপেক্ষা করে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য তথা নারী উন্নয়নে জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা জরুরি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নারীরা যেহেতু অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সুবিধাবঞ্চিত সেহেতু সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বজায় রাখা অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে, নারী উন্নয়ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

**2.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

* **প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন:** ভূমিহীন, গৃহহীন, প্রান্তিক ও ছিন্নমূল পরিবারের পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তাসহ প্রতিটি ভূমিহীন পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে জমির মালিকানা রেজিস্ট্রি দলিলমূলে প্রদান করা হয়ে থাকে। সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণের ফলে নারীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়ে থাকে। পাশাপাশি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেবলমাত্র ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়, যা তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।
* **জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা:** জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে, যা নারীদের উন্নয়নে প্রভাব রাখবে।

**3.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

* **দরিদ্র ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন:** ভূমিহীন এবং গৃহহীন যে কোন বয়সের মানুষই এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। তবে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তদের অসহায়ত্তের বিষয়টি বিবেচনায় অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে উপকারভোগী প্রতিটি ভূমিহীন পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে জমির মালিকানা রেজিস্ট্রি দলিলমূলে প্রদান করা হয়ে থাকে। একই সঙ্গে যৌথ নামে নামপত্তন, খতিয়ান ও দাখিলা প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলে প্রথাসিদ্ধ আইনী কাঠামোর বাইরে উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের সন্তানদেরও সমান অধিকার নিশ্চিত হবে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও সমবায় সমিতিসহ প্রতিটি কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। দেশের সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ২০১১-১২ হতে ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রায় ৬০০টি আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পগুলোর মোট উপকারভোগী প্রায় ১ লক্ষ যার মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ নারী। এছাড়া গৃহহীনদের জন্য ৬৫১৪টি বসতঘর নির্মাণ করা হয়েছে । বসতঘর নির্মাণের ফলে পরিবারের নারী ও পুরুষ সকলেরই ক্ষমতায়ন হয়।
* **বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা:** ইপিজেডসমূহে বর্তমানে কর্মরত শ্রমিকদের ৬৪% নারী। দেশের শ্রমবাজার এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় Northern Areas Reduction of Poverty Initiative (NARPI) প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের মংগাপীড়িত এলাকার মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে চাকরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশের সম্ভাবনাময় সকল স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব (Public-Private Partnership-PPP) কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ব্যাপক অবকাঠামো বিনির্মাণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে কর্মরত নারী ও তাদের শিশুদের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। এর জন্য মাস্টার প্ল্যানে শিশু যত্ন কেন্দ্র বিধান রাখা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য একটি Childcare Guideline প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে যা অনুমোদন ও গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলের Childcare Guideline বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী কর্মজীবীদের সন্তান নিরাপদে, সুশিক্ষায় ও সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেড়ে উঠবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে প্রায় ৫০০ একর জমিতে একটি গার্মেন্টস পার্ক স্থাপনে বেজা ও বিজিএমইএ একসাথে কাজ করছে যেখানে প্রায় ৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে যার প্রায় ৭০% হবে নারী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদানে ১০০ একর জমি প্রদানে বেজা বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে Bangladesh Women Chamber of Commerce এর সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে।

বেজার আওতাধীন শিল্পসমূহে প্রায় ১০% (৩৪১৫) নারী শ্রমিক কাজ করছে যা আগামী ০৫ বছরে কমপক্ষে ২০% উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় ৪৩ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং এর মধ্যে প্রায় ৭০% কর্মসংস্থান হবে নারীদের। এছাড়া এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ০৬ বিনিয়োগকারীর মধ্যে ০১ জন প্রবাসী বাংলাদেশী নারী উদ্যোক্তা রয়েছেন।

বেজা আগামী ০৫ বছরে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় (Private Investment & Digital Entrepreneurship (PRIDE) Project শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেখানে ২০ হাজার ব্যক্তিকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা হয়েছে যার মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারী কোটা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে দক্ষ জনবল সরবরাহ নিশ্চিত করতে আরও একটি প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সাথে আলোচনা চলছে। এখানেও নারী কর্মজীবীকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

**4.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**4.১** **মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, এনজিও বিষয়ক বুর‍্যো ও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কক্ষপক্ষে কর্মরত 2336 জন কর্মকর্তা/কর্মচারির মধ্যে 2150 জন পুরুষ ও ১8৬ জন নারী।

**4.২** **মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান:** এ কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বসতঘর নির্মাণ এবং ভূমিহীন ও গৃহহীন শতভাগ নারীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বসতঘর সংস্থানের ক্ষেত্রে বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বয়স্ক নারীদের অগ্রাধিকার দেবার পাশাপাশি ভূমিহীনদের জমিসহ গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে রেজিস্ট্রি করে দেয়া হচ্ছে । গৃহায়ন ও গণপূর্ত, সড়ক ও জনপথ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পর্যটন, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতসহ জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়ে আসছে যা জনগণের জীবন-মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পিপিপি প্রকল্পে যাতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নারীর উন্নয়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায় সেটি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে থাকে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ হতে আয়োজিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালায় নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পিপিপি কর্তৃপক্ষ হতে মোট ৫০৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যার মধ্যে ১৯২ জন নারী। এছাড়া, পিপিপি কর্তৃপক্ষে কর্মরত নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা, যাতায়তের সুবিধা এবং গর্ভবতী ও ল্যাকটেটিং নারীদের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**4.৩** **মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা:**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**5.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**5.১**

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| 1 | প্রশাসনের নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা | এটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এখতিয়ারভুক্ত নয়। |
| 2 | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে আবাসন কার্যক্রমে দরিদ্র নারীদের শতভাগ পুনর্বাসন নিশ্চিত করা | এ কার্যালয় হতে বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাস্তবায়নাধীন ‘বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)’ কর্মসূচির আওতায় বসতঘর সংস্থানের ক্ষেত্রে বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বয়স্ক নারীদের অগ্রাধিকার দেবার পাশাপাশি ভূমিহীনদের জমিসহ গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে রেজিস্ট্রি করা হয়। |
| 3 | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় নারীদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; | এ বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে |
| 4 | আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের ভাসানচরে পুনর্বাসন করা হবে যেখানে মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হবে | UNICEF, UNFPA, RRRC এর সহযোগিতায় সিভিল সার্জন, নোয়াখালী’র সাথে সমন্বয়পূর্বক নারী ও শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে নানাবিধ কার্যক্রম এবং উদ্যোগ চলমান রয়েছে |
| 5 | প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে নারীদের কর্মবান্ধব পরিবেশসহ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে | প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে নারীদের বিভিন্ন পর্যায় ও ট্রেডে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কর্মবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। বিষয়টি বেজা কর্তৃক প্রতিনিয়ত পরিবীক্ষণ করা হয়। |

**5.২** আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের এবং বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচির উদ্যোগে গৃহনির্মাণের মাধ্যমে ঐ সকল পরিবারের নারীদের পারিবারিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অবস্থান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচির শিক্ষা বৃত্তি ও সাইকেল বিতরণের মাধ্যমে সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছাত্রীদের শিক্ষা হার বৃদ্ধি পেয়েছে । বেপজা ও বেজার বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সুষ্টির মধ্য দিয়ে নারীর পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বেড়েছে।

**6.৩** **সফলতার গল্প-১:**

|  |
| --- |
| উপকারভোগীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের নাম: সোনাজুর আশ্রয়ণ প্রকল্প, আটপাড়া, নেত্রকোণা এর বাসিন্দা মোঃ আব্দুর রব (৫০) ও তার স্ত্রী হেনা আক্তার (৪০) এর বিবাহিত জীবন ৩০ বছরের। নিজের কোন জমি না থাকায় বিয়ের পরই আব্দুর রব স্ত্রীকে নিয়ে সংসার পাতেন অন্যের জায়গায় টিনের ছাওয়া একটি ঘরে। এক কক্ষের সেই ঘরে কেবল থাকার সুবিধাটুকুই ছিল। রান্নাবান্না করতে হতো ঘরের বাইরে মাটির চুলায়। শৌচকাজের জন্য ব্যবস্থা ছিল অস্থায়ীভাবে একটি টিনের ঘেরা দেয়া টয়লেট। তিন মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে তাদের সংসার। নিজস্ব কোন জায়গা জমি না থাকায় জীবনে কোন স্বপ্ন বা সেরকম কোন আশা-ভরসা বা উন্নতির কোন সম্ভাবনা ছিল না হেনা-আব্দুর রব এর সংসারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে মুজিববর্ষে দুই শতক জমিসহ ঘর বরাদ্দ পেয়ে খুশির বন্যা বয়ে যায় হেনা ও আব্দুর রব এর পরিবারে, নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। আটপাড়া উপজেলার সোনাজুর মৌজায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীন ১ম পর্যায়ে প্রায় ২,০০,০০০ লক্ষ টাকা বাজার মূল্যের ২ শতক জমিতে নির্মিত হয় হেনা ও আব্দুর রব এর স্বপ্নের আধা-পাকা ঘর।**সফলতার গল্প-২:**আব্দুর রব নাজিরগঞ্জ বাজারে একটি দোকানে সেলাই কাজ করতেন। প্রতি মাসে যা রোজগার হতো তাতে অনেক কষ্ট হতো চার ছেলে-মেয়ের খাওয়া-পড়ার ব্যবস্থা করতে। লেখাপড়ার খরচ যোগাতে না পেরে ছোটবেলা থেকেই কাজে যোগ দেয় তার বড় ছেলে, বিয়ে দিয়ে দেন বড় মেয়েকে। সোনাজুর আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঘর পাওয়ার পর থেকে তারা নতুন আশায় বুক বাঁধেন। নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে স্বামীর সহযোগী হিসেবে হেনা সেলাই কাজ শুরু করেন। ঘরে নতুন আসবাবপত্র এসেছে। হেনা আক্তার বলেন, “জীবনে এত কষ্ট করেছি, এখন এত সুন্দর ঘর পেয়ে সব স্বপ্নের লাহান লাগে”। ঘরের সামনের আঙিনায় করেছেন সবজি বাগান। ছোট মেয়েকে আবার স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। সন্তানদের শিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারা। স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারের ঘর পেয়ে তারা একই সাথে নিজেদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। এজন্য তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। |

**৭.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে পিপিপি আইন, বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন;
* দেশের বিভিন্ন এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন;
* সমতল ভূমিতে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত জনগণের জীবন মানোন্নয়নে চলমান “বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)” শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
* আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন/গৃহহীন, ছিন্নমূল, দরিদ্র পরিবারের জন্য মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ১ লক্ষ বসতঘর নির্মাণ;
* *বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল, মিরসরাই কর্তৃক দেশি বিদেশি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, উন্তত প্রযুক্তি আহরণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ;*
* খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় ৪৪০৯টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ভবন নির্মাণ এবং
* এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কার্যক্রম যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিদম্যান বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৬-এর ২০ ধারা অনুযায়ী নতুন পরিপত্র প্রণয়ন।